মেহেরপুরে একই দিনে ৪ জনের আত্মহত্যার চেষ্টা

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে হঠাৎ করে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামের ৪ জন বিভিন্ন ভাবে আত্মহত্যা করার চেষ্টা চালায়। এসমস্ত আত্মহত্যার চেষ্টাকারীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা চালায় বলে পারিবারিক ভাবে জানা যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার যারা বিষপান ও অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায় তারা হলো মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ার মনির হোসেনের মেয়ে ফারজানা, শোলমারী গ্রামের ইদ্রিস আলীর মেয়ের রিশিতা খাতুন, সুবিদপুর গ্রামের সাদ্দামের মেয়ে সাথী এবং সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে বিপ্লবের স্ত্রী শারমিন।
আত্মহত্যা চেষ্টা করি ৪ জনের অবস্থা গুরুতর বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন।

– নিজস্ব প্রতিনিধি:

চাচিকে নিয়ে ভাতিজা উধাও

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে প্রেমের টানে চাচিকে নিয়ে উধাও হয়েছে ভাতিজা ওয়ায়েস কুরুনী।

গত মঙ্গলবার তারা উধাও হয়েছে । এনিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হযেছে। ওয়ায়েস কুরুনী উপজেলার চেংগাড়া মাদ্রসার শিক্ষার্থী। চাচি কাতার প্রবাসী রেজাউলের স্ত্রী।

জানা গেছে, প্রবাসীর স্ত্রীর সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ওয়াঢেস কুরুনীর দির্ঘদিন ধরে মন দেওয়া নেওয়া চলে। মাস খানেক আগে রেজাউল বাড়ি ফিরে এসে বিষযটি বূঝতে পেরে তার স্ত্রীকে শাষনের মধ্যে রাখার চেষ্টা করে। শাষন বারণ মানতে না পেরে প্রেমিক ভাতিজার সাথে

ঘর ছেড়েছে।
-গাংনী প্রতিনিধি

গাংনী ইউএনও’র বিরুদ্ধে উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রতিবাদ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকার মঙ্গলবার দুপুরে পিআইও অফিসের কনফারেন্স রুমে উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের উপস্থিতি ও স্বাক্ষরিত একটি লিখিত সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য পাঠ করে শোনান বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন বর্তমান গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান গত ০৪/০৮/১৯ ইং তারিখে যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে চেয়ারম্যান বৃন্দকে দূর্ণীতিবাজ এবং উপজেলার কর্মরত অফিসার ও কর্মচারীদের সাথে উদ্ধত্যপূর্ণ ও অশোভন আচরণ করে আসছে।

যা সকলের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। এমনকি তিনি মাসিক সভায় গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জকে প্রশ্ন করেন আপনি এ মাসিক সভায় কেন? এতে তিনি সবার সামনে বিব্রত বোধ করেন। এতে করে আইন শৃংঙ্খলা বাহিনীর সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে বলেও সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে দাবি করেন। যার ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত উন্নয়নের গণতন্ত্র ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

এমনি উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সকল চেয়ারম্যানবৃন্দ অদ্য হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাবা দিলারা রহমান অত্র কার্যালয়ে কর্মরত থাকাবস্থায় উপজেলা পরিষদের সকল কর্মকান্ড হতে বিরত থাকবে। এ সময় উপস্থিৎ জনপ্রতিনিধি গণ উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান।

সংবাদ সম্মেলনের বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান জানান, আমি কোন অনিয়ম করিনা এবং কোন অনিয়ম সহ্য করা হবে না। তবে চেয়ারম্যানবৃন্দ আমাকে একটি ফাইলে স্বাক্ষর করার জন্য অনুরোধ করলে আমি নীতিমালা অনুযায়ী ফাইলটি স্বাক্ষর করবো না বললে চেয়ারম্যানবৃন্দ হয়তো আমার প্রতি খুশি হতে পারেননি। তবে আমি কারো সাথে কখনও আমার কর্মজীবনে কারোর সাথে দূর্ব্যবহার ও অসদাচরণ করেছি বলে মনে পড়েনা।

গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে বউ এর উপর অভিমান করে স্বামীর বিষপান

বউ এর উপর অভিমান করে মাঠে গিয়ে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন রঞ্জিত নামের এক ব্যক্তি।
মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলা ধানখোলা গ্রামের একটি মাঠে তিনি বিষপান করেন। রঞ্জিত ধানখোলা উত্তরপাড়ার মোখলেস হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, দাম্পত্য কলহের জের ধরে বউ এর অভিমান করে বাড়ি থেকে বের হয়ে মাঠে যায়। পরে সে সেখানে বিষপান করে। এসময় সে ছটফট করলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে তার বিষ উত্তোলন করা হয়। তবে এখনো সে আশংকামৃক্ত নয়।

তবে রঞ্জিতের ভাবি জানান, রঞ্জিতের সাথে অনেকজন টাকা পায়। টাকা পরিশোধ করতে না পেরে পাওনাদারদের চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

অরক্ষিত টিটিসি, চুরি হলো অধিকাংশ কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক

মেহেরপুর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (টিটিসি) রাতের আধারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। রবিবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় তৃতীয় তলার দুটি ট্রেডের তালা ভেঙ্গে এ চুরির কাজ করেছে বলেছে জানা গেছে। তবে কারা এর সাথে জড়িত এ বিষয়ে নিশ্চিৎ করা না গেলেও চোররা যে আইসিটি বিষয়ে পারদর্শি তাতে সন্দেহ নেই কারও।

৭৬টি কম্পিউটারের র্যাম, প্রসেসর, হার্ড ডিস্ক সহ দামি জিনিস গুলো নিয়ে গেছে সংবদ্ধ চোর সদস্যরা।

এদিকে সরকারি ভবনে এতো বড় চুরির ঘটনায় জনমনে নানা প্রশ্ন উঠেছে। লাখ লাখ টাকার যন্ত্রপাতির কোন সুরক্ষা থাকেনা সরকারি অফিসে। এ দায় কার, প্রশ্ন সাধারণ জনগণের।

সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ধারনা করা হচ্ছে একাধিক ব্যাক্তি এর সাথে জড়িত। যে ক্যামেরা টি গেটে লাগানো ছিল ভিতরে প্রবেশের পর সেটি বন্ধ করে দেয় চোরের দল।
পুলিশের প্রাথমিক ধারনা এটা পরিকল্পিতভাবে চুরি করা হয়েছে। সেই সাথে এই টিটিসি ভবন সম্পর্কে চোরের যথেষ্ট ধারনা আছে।

এ বিষয়ে টিটিসির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম জানান, রাত ১২টা পর্যন্ত আমি ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এর পর আমি ঘুমিয়ে যায়। সকালে অফিসে এসে দেখি দুটি কক্ষের তালা ভাঙ্গা। ভিতরে প্রবেশ করার পর চোখে পড়ে কম্পিউটার গুলো ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে এবং এর ভিতরের বিভিন্ন দামি যন্ত্রগুলো নেই। এ ঘটনা মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশকে জানানো হলে তারা এসে পরিদর্শন করে। পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে আসে। কারা কিভাবে এতো বড় চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে এব্যাপারে কিছু বলা যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম জানান, চোর যে বা যারাই হোক না কেন খুব তাড়াতাড়ি তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ইতি মধ্যে সিটি ফুটেজ ও ফিঙ্গার প্রিন্ট নমুনা সংগ্রহ

করা হয়েছে। এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে চোর চক্রকে আটক করা হবে। -নিজস্ব প্রতিনিধি

মুজিবনগরে প্রেমিকের বাড়িতে প্রেমিকার অনশন

মুজিবনগরে ওয়াসিম(২৬) নামের এক যু্বকের সাথে দির্ঘ ৭ বছর প্রেম করার পর বিয়ের দাবিতে তার বাড়িতে অনশন করেছে শিউলি খাতুন(১৯) নামের এক যুবতি। ।রবিবার ভোর রাত থেকে তার বাড়ির সামনে বসে আছে বলে জানিয়েছে শিউলি খাতুন।

এদিকে শিউলি খাতুন তার বাড়িতে অনশন করার পর থেকে ওয়াসিম গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রেমিক ওয়াসিম মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস বিশ্বিস পাড়ার আবুল হোসেনের ছেলে।এবং প্রেমিকা শিউলি খাতুন একই গ্রামের ইনু বিশ্বাসের মেয়ে।

তাছাড়া ওয়াসিম ও শিউলি খাতুন একে অপরের প্রতিবেশি বলে জানিয়েছে স্থানিয়রা।

শিউলি খাতুন জানান, দির্ঘ ৭ বছর যাবত ওয়াসিম ও সে একে অপরকে ভালোবেসে আসছে। আমি ওয়াসিমকে বার বার বিয়ের কথা বললে ওয়াসিম সময় নিতে থাকে। এভাবে অপেক্ষা করতে করতে চলে যায় ৭ টি বছর।পরে যখন আমি বুঝতে পারি সে আমাকে বিয়ে না করে অন্য যায়গায় মেয়ে দেখছে তখন আমি তার ডাকে আজ ভোর রাতে তার বাসাতে যায়। তার বাসাতে যাওয়ার পর তার পরিবারের লোকজনের কথা শুনে আমাকে বিয়ে করতে নাখোজ করে। পরে আমার মোবইল নিয়ে আমাদের ৭ বছর চলাকালীন রিলেশনের যত ছবি, কথার রেকোর্ড ছিলো সেগুলো সব ডিলিট করে দেয়। এবং আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বলে এখন বাসায় যা পরে ভেবেচিন্তে দেখবো কি করা যায়।

কেন সে ছেলের বাসার সামনে বসে আছে সে বিষয়ে জানতে চাইলে সে জানায়, আমার এই মুখ নিয়ে আমি আর বাসায় যেতে পারবো না। আমি যখন তার বাড়িতে চলে এসেছি,তাকে বিয়ে না করা প্রযন্ত বাড়ি ফিরবো না।

এদিকে মেয়ের কথার ভিন্ন মত পোষন করে ছেলের মা জানান,আমার ছেলে ঢাকাতে চাকরি করে। সে আজ ৩ দিন আগে বাসায় এসেছে।আমার ছেলে তাকে ডাকেনি। সে নিজেই আজ সকালে বাসায় এসে আমার ছেলেকে বিয়ে করবে বলে দাবি করে।

মেয়ের সাথে তার ছেলের ৭ বছরের সম্পর্কের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার বাড়ি আর মেয়ের বাড়ি একই জায়গায়। প্রতিবেশি হিসাবে যেভাবে কথা বলার দরকার সেভাবেই দেখি আমার ছেলে কথা বলে।মেয়ের সাথে আমার ছেলের সম্পর্ক আছে কিনা আমি জানিনা। তবে যদি এরকম সম্পর্ক তাদের থেকে থাকে সেটা আমি কখনই মেনে নেবো না। মেয়ের আমার পছন্দ না, আমি আমার ছেলের সাথে কখনই ঐ মেয়ের বিয়ে দেবো না। তারপরেও যদি আমার ছেলে ঐ মেয়েকে বিয়ে করে তবে আমার বাড়িতে তাদের আশ্রয় হবে না।

মেয়ের অনশনের বিষয়ে জানতে চাইলে স্থানীয়রা জানায়, ছেলে ও মেয়ের দির্ঘদিন ধরে সম্পর্ক আছে এটা আমরা শুনেছি। তবে মেয়ে যে কখন ছেলের বাড়ি চলে এসেছে সেটা আমরা কেউ জানিনা। সকালে ঘুম থেকে উঠে জানতে পারি ছেলের বাড়ি মেয়ে চলে এসে বিয়ের দাবিতে অনশন করেছে।

এ ঘটনার বিষয়ে ওয়াসিমের কাছে জানতে চাওয়া হলে সম্পর্কের কথা নাখোজ করে তিনি বলেন, আমি তার সাথে দির্ঘদিন ধরে কথা বলি এটা সত্য কথা। কিন্তু তার সাথে আমার প্রেমের কোন সম্পর্ক নেই।তাছাড়া তাকে আমি ফোন করে আমার বাসায় আসতেও বলিনি। সকালে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, ঘুমন্ত অবস্থায় সকালে সে আমার ঘরে এসে আমাকে ডাকাডাকি শুরু করে। ঘুম থেকে উঠতেই সে আমাকে বলে বিয়ের কথা। কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করতে না চাইলে সে বলে বিয়ে না করলে আমার বাড়ি থেকে সে যাবে না। পরবর্তিতে এসব বিষয়ে ঝামেলা শুরু হলে আমি বাড়ি থেকে চলে আসি।

-মুজিবনগর অফিস

গাংনীর সাহারবাটিতে গলায় ফাঁস দিয়ে বৃদ্ধার আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহাবাটি গ্রামে এক বৃদ্ধা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যাকারি বৃদ্ধা ফজিলা খাতুন (৭০) ঐ গ্রামের ক্লাব পাড়ার রেজাউলের স্ত্রী।

নিহতের পরিবার জানান, দীর্ঘদিন বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন অনেক চিকিৎসা করেও কোন প্রতিকার হয়নি। এর আগেও সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল পরিবারের লোকজন সে দফায় তাকে রক্ষা করতে পারলেও এবার সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে রবিবার ভোরের দিকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, এ বিষয়ে অপমৃত্যু মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

-গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে কর্তব্যে অবহেলা ও ভুল চিকিৎসায় ঝন্টু হোসেন (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ ঊঠেছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ঝন্টু মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার দিন মোহাম্মদের ছেলে। সে ইউনিলিভার কোম্পানীর এর বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
এদিকে, এ ঘটনার পর থেকে রোগীর স্বজনরা হাসপাতালে উত্তেজনা সৃষ্টি কর্ ◌েপরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

আনে।

নিহতের স্বজনরা জানায়, জরুরী বিভাগে প্রায় আধা ঘন্টা রেখে দেওয়ার পর চিকিৎসা শুরু করা হয় ঝন্টুর। তারপর গ্যাসের ইনজেকশন দেওয়ার ৩মিনিটের মাথায় তার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ করেছেন তারা।

নিহত ঝন্টুর ছোট ভাই মন্টু বলেন, প্রতিদিনের মত শনিবার সে কোম্পানীর কাজে বের হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর গ্রামে পৌছালে ঝন্টু মাথাঘুরে মাটিতে পড়ে যায়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ওয়াদুদ রহমানকে বার বার অনুরোধ করেও সে ব্যবস্থা নিতে গাফিলতি করে। বার বার বলাতে সে আমাদের সাথে খারাপ আচরন করে বসে থাকতে বলে। এরপর চিকিৎসা শুরু হলে প্রথমে তাকে একটা ইনজেকশন দেওয়া। এরপর ৩ মিনিটের মাথায় সে কালো বর্ণ ধারণ করে মৃত্যুর কলে ঢলে পড়ে ঝন্টু।

স্বজনরা আরো অভিযোগ করেন, ঝন্টুকে হাসপাতালের একজন শিক্ষানবীস সেবিকা তার শরীরে ইনজেকশন দেয়। মৃত্যুর পরেই সেই সেবিকা হাসপাতাল থেকে আত্মগোপন করে।
হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, রোগী মৃত্যুর ঘটনায় স্বজনরা হাসপাতালে উত্তেজনা সৃষ্টি করলে তোপের মুখে পড়ে চিকিৎসকসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও) এহসানুল কবির প্রথমে আসতে না চাইলেও পরবর্তিতে তোপের মুখে তিনি আসতে বাধ্য হন। আরএমও আসার পর স্বজনরা আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সদর থানার ওসি শাহ দারা খানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল হাসপাতালে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

ঝন্টুকে চিকিৎসা দেওয়া জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ওয়াদুদ রহমান জানান, আমরা রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে গ্যাসের ইনজেকশন সাথে আরও কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। তার হার্টের ইসিজি পরীক্ষা নরমাল পাওয়া যায়। সে অনুযায়ি তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা দিতে দেরি হওয়ার কারন জানতে চাইলে তিনি বলেন, তেমন একটা দেরি হয়নি।

হাসপাতালের আরএমও এসানুল কবির বলেন, প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে ভর্তি করানো হয়েছে। তার হার্টের অবস্থা ভালো ছিল। আমাদের ধারনা তার ব্রেন স্ট্রোকে মৃত্যু হতে পারে। ষ্ট্রোকের রোগীকে গ্যাসের ইনজেকশন দেওয়া যায় কিনা জানতে চাইলে তিনি কোন সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। তিনি আরো জানান, চিকিৎসায় গাফিলতি আছে কিনা

তা খতিয়ে দেখার জন্য ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক একটি তদন্ত কমিটি করবেন বলে জানতে পেরেছি।

হাসাপাতেলর ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক ডা. তাপস কুমার বলেন, রোগীটি ভুল চিকিৎসায় নাকি অন্য কারনে মারা গেলো এটা ফরেন্সিক রিপোর্ট দেখার পর বলতে পারবো। তবে রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ অনুযায়ী গ্যাসের ইনজেকশন দেওয়ার পর সে মারা গিয়েছে কিনা আমরা ক্ষতিয়ে দেখছি।

হাসপাতালের শিক্ষানবিশ কাউকে দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করা যায় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের কোন এখতিয়ার নেই। তারা সিনিয়র স্টাফদের সাহায্য করবে।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, রোগী মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালের পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রনে। হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে হাসাপতাল কর্তৃপক্ষ।

-নিজস্ব প্রতিবেদক

পেঁয়াজ রশুনের ঝাঁঝে কাঁদছে ক্রেতারা

রশুন পেঁয়াজের দাম কমছেইনা। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের সবজি ও তরকারি বাজার ঘুরে দেখা যায় প্রতি কেজি রশুনের দাম ১শ’ ৮০ টাকা যা গত সপ্তাহে ছিল ১শ’৪০ থেকে ১শ’ ৬০ টাকা।এ

দিকে ঝালের দাম গত সপ্তাহের চাইতে কেজিতে ২০টাকা কমেছে। যা গত সপ্তাহে ছিল ৬০ টাকা কেজি।তাছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার সবজির দাম কেজি প্রতি ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে চললেও বাজারের নতুন সবজি হিসেবে টমেটো কেজি প্রতি ১৪০ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে।

মাংসের বাজার আগের মতোই রয়েছে। গরুর মাংস কেজি প্রতি ৫শ’ টাকা খাসির মাংস সাড়ে ৬শ’ টাকা করে বিক্রয় হচ্ছে।

এদিকে দেশী মুরগী সাড়ে ৩শ’ থেকে ৩শ’ ৮০ টাকা প্রতি কেজি দরে

বিক্রয় হচ্ছে। তাছাড়া ফার্মের বিভিন্ন প্রকারের মুরগী কেজি প্রতি ১শ’৮০ থেকে ২শ ’ ৫০ টাকা দরে বিক্রয় হতে দেখা গেছে।

কয়েকজন ক্রেতা জানান , সবজির দাম সহনীয় পর্যায়ে থাকলেও পেয়াজ রশুন কিনতে নাভিশ্বাস অবস্থা হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে সবজি বিক্রেতারা জানান পেঁয়াজ রশুনের আমদানিই নাই যে কারণে এর দাম বেশি পড়ছে। তবে তারা জানান কিছুদিনের ভিতর রশুন পেঁয়াজের দামকিছুটা কমতে পারে।

-এ সিদ্দিকী শাহীন , গাংনী

মুজিবনগরে শ্বাস রোধ করে বৃদ্ধাকে হত্যা !

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার একটি মাঠ থেকে সফেদা খাতুন নামের এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের শারঘর মাঠ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। ওই বৃদ্ধার নাম সফেদা খাতুন (৭০)। তিনি ওই গ্রামের মৃত আবদুল জলিলের স্ত্রী।

পুলিশ জানায়, সফেদা খাতুন প্রতিদিন তাঁর ১১টি ছাগলকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য মাঠে নিয়ে যেতেন। পুলিশ লাশ উদ্ধারের সময় ৯টি ছাগল দেখতে পায়। ২টি ছাগল পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া লাশ উদ্ধারের সময় গলায় ফাঁস দেওয়ার মতো দাগ ছিল। এতে করে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে , ছাগল চুরিতে বাধা দেওয়ায় বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষ করে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল হাশেম এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে।